তোরের কাগজ

তারিখ ... OCT 17 1999 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

03

কম্পিউটার শিখি, অন্যকে শেখাই

ডাসকা শামসুন্নাহার হল ইউনিটের ব্যাতিক্রমী উদ্যোগ

ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস কম্পিউটার এসোসিয়েশন (ডাসকা)-র শামসুন্নাহার হল ইউনিটের উদ্যোগে গত জুলাইয়ের শেষ দিকে উদ্বোধন হয়েছে কম্পিউটার সেন্টারের। ড. এইচ বি এম ইকবাল এমপি উদ্বোধন করেছেন সেন্টারটির। তিনটি কম্পিউটার নিয়ে যাত্রা শুরু হলে কাজ চলছে বেশ। ইতিমধ্যেই ৪৮ জন ছাত্রী ৩ মাসের কম্পিউটার কোর্স শেষ করেছেন। হলের ছাত্রীরাই এ সেন্টার চালাচ্ছেন (ডাসকার সদস্যরা)। দিনে চারটি করে ব্যাচ, সপ্তাহে তিনদিন। এজন্য প্রতিছাত্রীকে দিতে হচ্ছে ৩০০ টাকা করে। এম এস ওয়ার্ড, এম এস এক্সেল, এক্সেস শেখানো হচ্ছে। ২৫ জুলাই ক্লাস শুরু হয়ে কোনোরকম না থেমে ৩০ অক্টোবর প্রথম ব্যাচটির কোর্স শিক্ষা শেষ হয়েছে। কম্পিউটার সায়েন্স থেকে পাস করা চারজন ছাত্র প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। প্রশিক্ষক হিসেবে তারা পাচ্ছেন প্রতি ক্লাস ১০০ টাকা। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছাত্রীরাও উপার্জন করছেন। এক ঘন্টা ১০ মিনিট করে কম্পিউটার সেন্টারে বসে বসে পড়ছেন, নোট করছেন সুস্মিতা, ঝুমুর, শাহিদারা। এটাই তাদের কাজ। আর মাস গেলে ৩০০ টাকা করে সম্মানী পাচ্ছেন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত এ প্রশিক্ষণ চলে। আর বিকাল ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত প্র্যাকটিস আওয়ার। ডাসকার শামসুন্নাহার হল কমিটির সভাপতি চন্দনা দাস জানালেন, প্রায় ২৫০ জনের মতো ছাত্রী নিয়মিত তাগাদা দিচ্ছেন কোর্স করার জন্য কিন্তু কম্পিউটারের সংকট। আর বেশি শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে শেখানো সম্ভব হচ্ছে না। গ্রাফিক্স, নেটওয়ার্কিং, সি প্লাস প্লাস এসব প্যাকেজও শুরু হবে, প্রত্যেকটি ৩ মাসের কোর্স। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এ কে আজাদ চৌধুরী ঘোষণা দিয়েছিলেন, কোর্স শেষ হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। কাজেই কম্পিউটার শিক্ষাবিষয়ক একটি সার্টিফিকেট কর্মজীবন বা চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ সাহায্যই করবে। শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীদের মধ্যে এ নিয়ে বেশ উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। আর যারা কোর্স করেছেন তারাও যথেষ্ট সন্তুষ্ট। বিশেষ করে বাইরে যখন এসব কোর্স করতে অনেক টাকা লাগে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন সার্টিফিকেট দিচ্ছে এর গুরুত্বই আলাদা। তারপর নিজেদের হলের মধ্যে -এ রকমই জানিয়েছেন ছাত্রীরা যারা কোর্স করছেন। শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট ড. সুলতানা শফি শুরু থেকেই এ বিষয়ে বেশ আন্তরিক। হল কর্তৃপক্ষ একটি কম্পিউটারও দিয়েছেন। ১২ সপ্তাহের কোর্স আর কোর্স ফি নামমাত্র। হলের সব মেয়ে কম্পিউটার শিখবে এই তো চাই। হলেরমেয়েদের ব্যাপক উৎসাহ দেখে আমিও চেষ্টা করছি আরো কম্পিউটার সংগ্রহ করার জন্য — জানিয়েছেন ড. সুলতানা শফি।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কম্পিউটার শিক্ষাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বেশ আগ্রহী। সরকারের কাছে ডিইউ কর্তৃপক্ষ প্রায় সাড়ে ৭ কোটি টাকার আবেদন জানিয়েছেন। যাতে প্রত্যেকটি হলে সাতটি বা ১০টি কম্পিউটার সরবরাহ করা যায়। মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ক্ষেত্রে কম্পিউটার শিক্ষা এখন বেশ উপযোগী। আর্টস, সায়েন্স বা কমার্স যে শাখায় পড়া হোক, কম্পিউটার বিষয়ক যেকোনো কোর্স চাকরি পাওয়ার জন্য বড়ো সহায়ক। শামসুন্নাহার হল ডাসকার এ উদ্যোগ অবশ্যই একটি বড়ো উদাহরণই হবে। ঢা.বি.র অন্যান্য হলের জন্য তো বটেই পাশাপাশি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েরও।

❑ দেবাশীষ কুণ্ডু কাকন